আবির

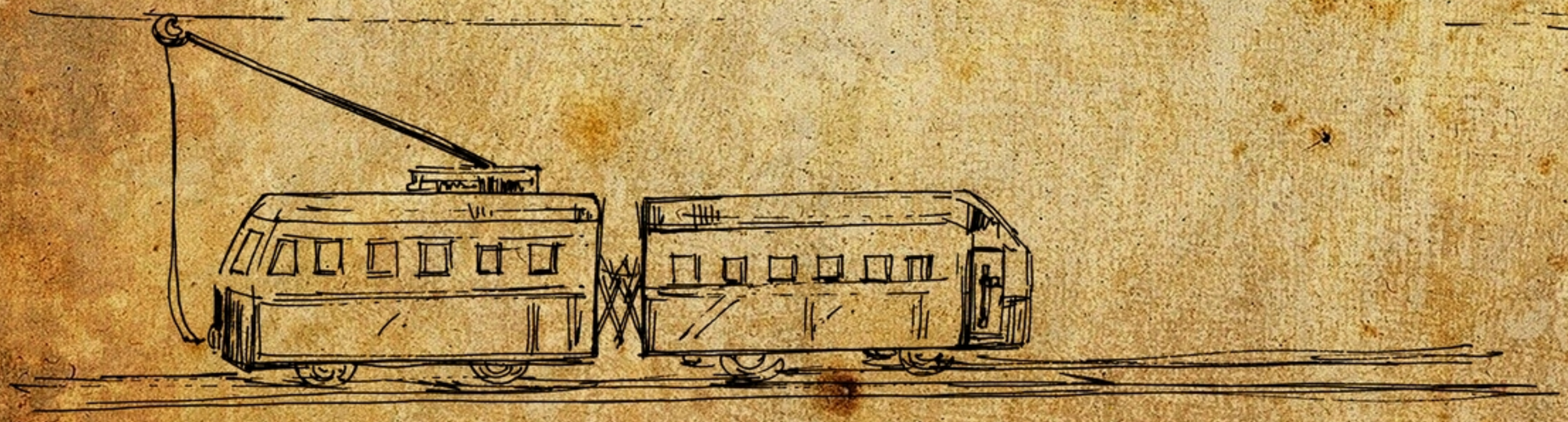

আবির

একক,দশক,শহর

আবির

একক,দশক,শহর

[Ekok, Doshok, Sohor]

‘এলোমেলো যাপনগুলো সিগারেটের প্রান্ত বেয়ে যায়
সোনা-শ্যাওলা ঘোরে লেগে থাকে বৃষ্টির জল
ভ্রূন-পোকা আবির
সিঁধ কাটে মাতৃ জঠরে’

মৃগাঙ্ক,তোকে

হেন্সো (স্নেহাশীষ)
মিষ্টি দি (রূম্পা)
কাজু দাদা (ইন্দ্রনীল)

মুঠোফোনঃ
৮০৯৩১৯৭৯৪৪ (ইন্দ্রনীল)
৯০৩৮৩১৯১৭৯ (স্নেহাশীষ)

http://www.facebook.com/pages/Abir/163040920426284

বিনিময় মূল্যঃ ২০ টাকা

ছাপাখানাঃ ইন্ডিয়ান প্রেস; ৩৬/২, বাঘা যতীন রোড, কলকাতা – ৭০০০৩৬

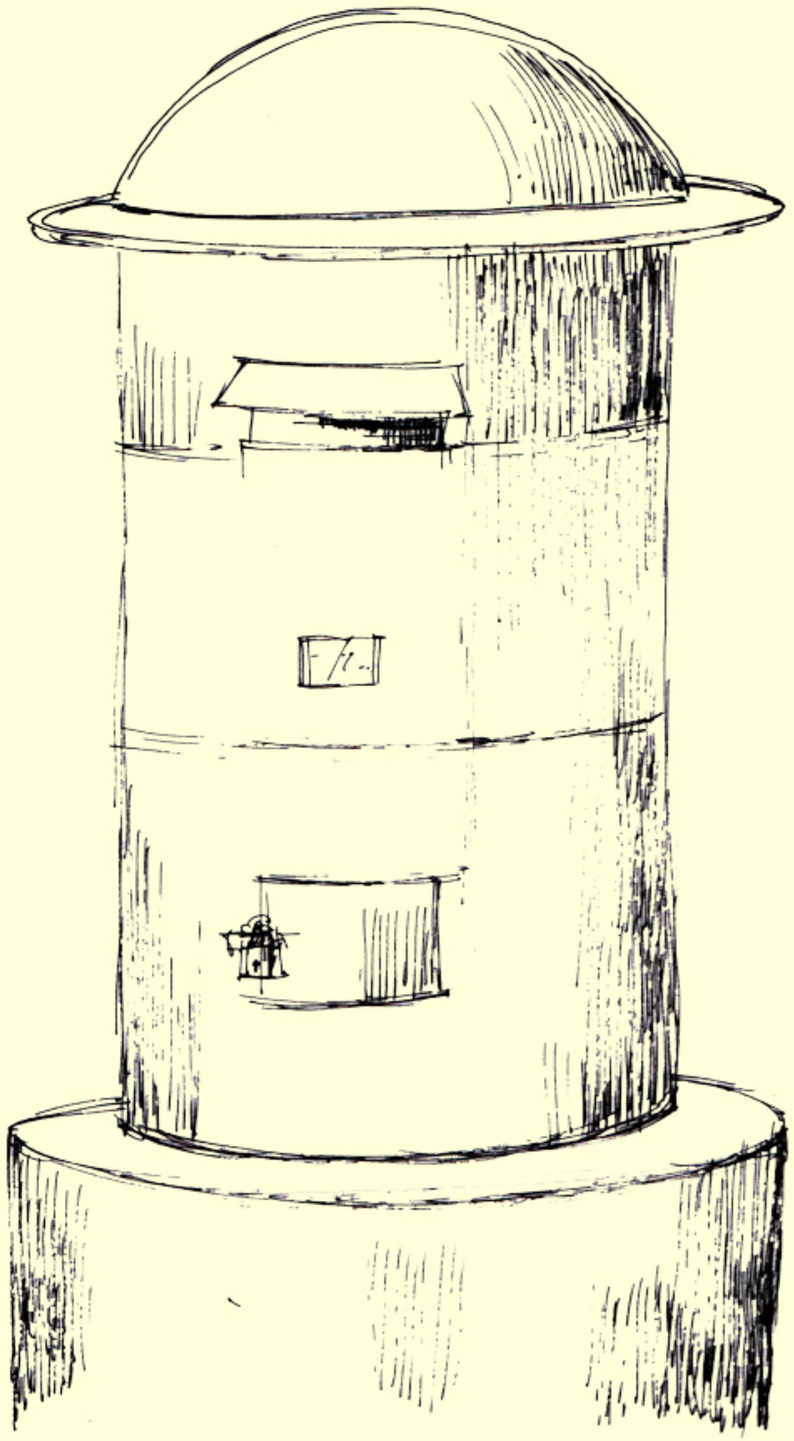

এক এবং একক।

ভোররাতে যখন পাহাড়ের পথ বেয়ে জনপদ জেগে ওঠে,
তখন জানালার কাঁচে শিশির মাখে আঙুল। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত যাত্রাবিরামে দরজার প্রান্তে উপনীত হই।
আত্মার প্রবেশপথে ছড়িয়ে থাকে অক্ষর...
ওরা, যাদের এখনও শব্দ হয়ে ওঠা হয়নি।
সরণশূন্য দূরত্ব মাপতে আরও একটা দশক ফুরিয়ে আসে।
পড়ে থাকে কেন্দ্রবিহীন পরিধি।।

অতঃপর?!

আমিও আধার ছেড়ে
শূন্য
সিঁড়ি
ধরে বেরিয়ে আসি বৃত্তের বাইরে...

সময় ও ভালোবাসার।

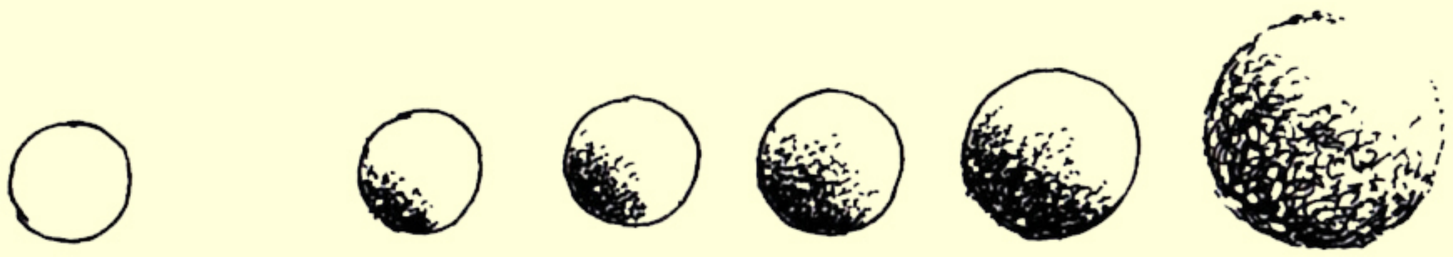

শূন্য

জীবনের কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ করে নতুন কোনো দিন শুরু করার মতোই সহজ।

একটা সকালে চোখ খুললাম। উঠে বাথরুমে গেলাম। ব্রাশ করলাম। মনে মনে ঠিক করলাম এবং

প্রবোধ দেওয়ার মতোই বলে ফেললাম **‘আজ আমি ভালো থাকবো।’**

ব্যাস্, হয়ে গেলো।

মুখে তখনো পিপারমিন্টের *freshness*...

একামি

সম্পর্ক তো সবার সাথেই।মা-বাপ থেকে শুরু করে মায় পায়ের কাছে ঘুরতে থাকা বেড়ালটার সাথেও।আজ, কোনো একটি বিশেষ সম্পর্কের জন্য যদি আমি বাকি সূত্রদের অবহেলা করি তাতে বিচারের ব্যবচ্ছেদ কি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে?
আমার মুখ এখনও দৃশ্যমান এবং পলাতক হবার দ্রুতগামিতা আমার নেই।
বলা ভালো, নিজে বস্তুটা যে আদতে কি, ওইভাবে ক'টা শব্দে বলা বেশ মুশকিল।

(আদৌ কি বলা যায়?! যারা বলে.....)

দ্বিধা

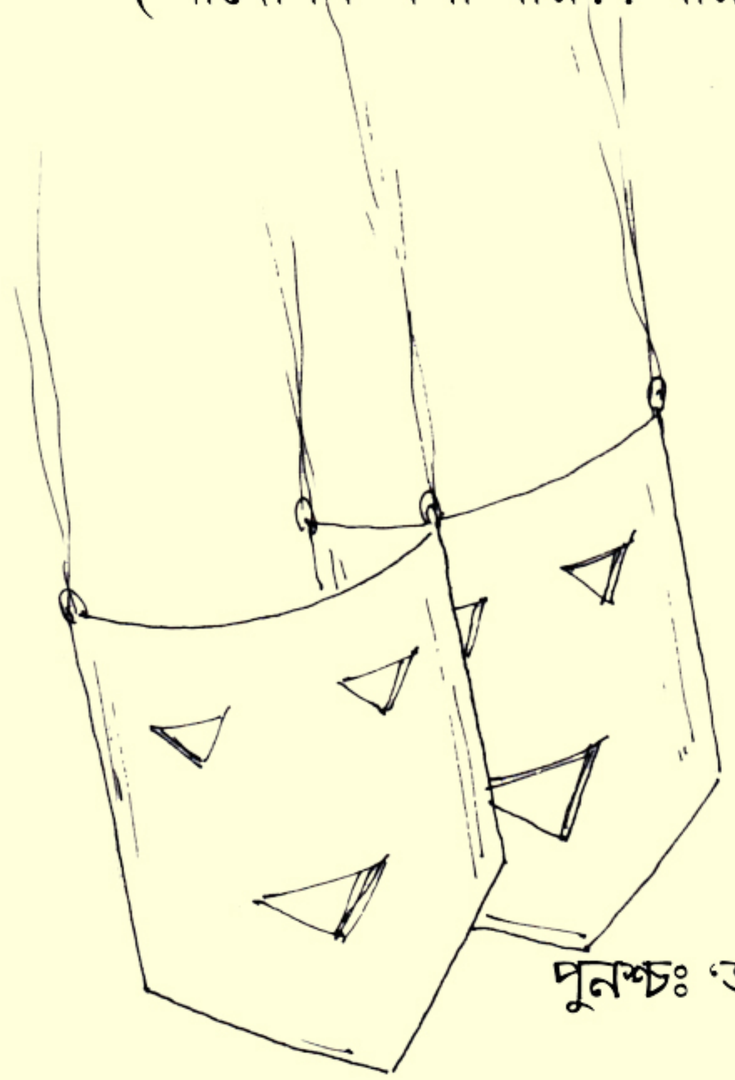

কাঁদছি এবং কাঁদতে কাঁদতে ভাবছি... ইস্ যদি ও এখন দেখত বুঝতে পারত
আমার বুক জুড়ে কি...কেন?কান্না তো আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত।
কষ্টের উদ্‌গীরণ... **শিশির**...তাহলে বিজ্ঞাপন কেন?ভালোবেসে
ফেললাম।তারপর কিসব পরিণতি- টরিণতির জন্য লড়লাম।
এবং কাঁদলাম।
যার জন্য কাঁদলাম,সে এলো।আঘাত হয়ে।
আসলে বোধহয় আমাদের ভালোবাসা বড় সংরক্ষণশীল।
শতাংশের অধিকাংশই ঋণাত্মক
এবং
Statutory warning: injurious to health.
সুতরাং combat করা উচিত। তাই কি?
পুনশ্চঃ 'আমাদের' বলিতে আমি এবং আমার নিম্ন হইতে নিম্নগামী মানসিকতা ↓

ট্রিপটিক

রক্তচাপ বাড়ছে।
গত বেশকিছু দিন ধরে তোমার সারা শরীর জুড়ে মিশে থাকা নুন খেয়েছি।
আলজিভ ছোঁয়া চুম্বন থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা ছোঁয়া,
ছুঁতে চাওয়া এবং শেষ অবধি ছুঁয়ে ফেলা।
তোমার যখন কান্না-কান্না লাগে,তখনও নোনাজল খেয়েছি।
খেতে চাইছি।
নিঃশব্দে। একা।
আমার এলাকা চত্বরে সরবিট্রেটগুলো গলে গেছে। শোষণ ক্ষমতা হারিয়েছে।

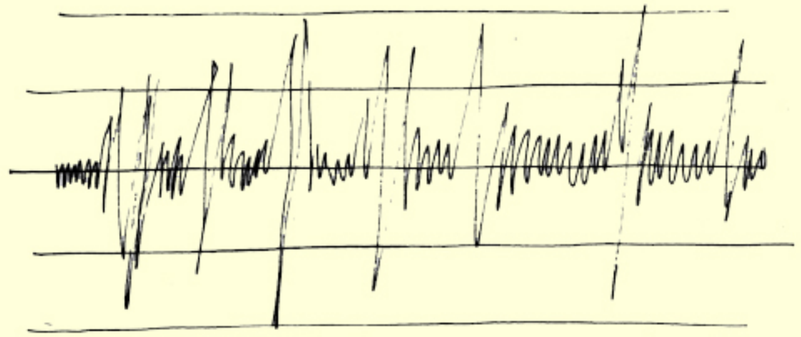

মৃত্যুর হার বাড়ার সম্ভবনা প্রবল, **হে নাগরিক।**

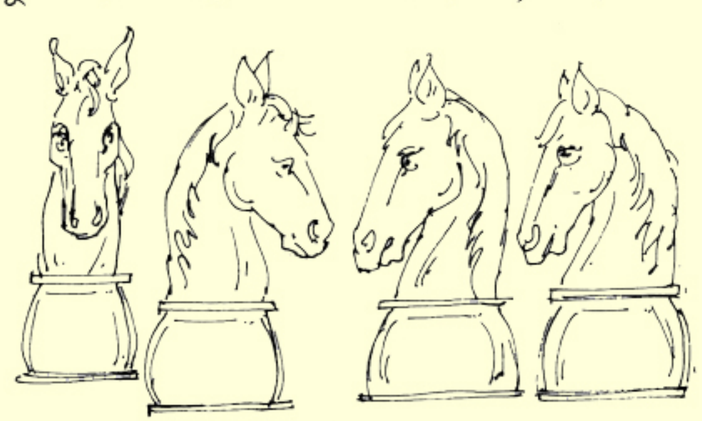

চারকাহন

কি চাই?
অনেক কিছু। হৃত আত্মসম্মান,কোনদিন ছুঁতে না পারা আত্মবিশ্বাসের পারদ, আত্মাভিমানী কার্যকলাপ, একটা জীবন, এক টুকরো হঠাৎ আমি, খয়েরী হয়ে যাওয়া পাতাগুলোর সবুজ রং,
সদ্য নেল পেন্ট করা নখটা যেন না ভাঙে...
একটা বইয়ের মলাটে হাতের ছাপ দেখে কোন আগেকার দিনের রং-রঙিন ছোঁয়াচ,সব প্রতিশ্রুতি ভেঙে আবার **হঠাৎ স্মৃতিস্নাতা হয়ে ফিরে আসা,** আমার পুড়ন্ত ঠোঁটে এক পেয়ালা সোহাগ, তোমার দুধ-সাদা ওড়না মাটিতে কাদা মাখামাখি হবার আগেই তুলে নেওয়া...অ্যাত্তো কিছু...আর কি চাই?
বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের করিডোরটার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চাহিদার তির্যকরেখা উর্ধ্বমুখী। কিন্তু কূটনৈতিক বেসাতি বা **অনুদানের graph পেপারে** নয়।

ভিভানা

ভালোবাসা বলে কোন শব্দ আছে কি না, মনে পড়ে না বহুদিন।

কামড়ের দাগ গুলো অক্ষত, লুকিয়ে রেখেছি গর্ভগৃহে। হিরণ্যকশিপুর যজ্ঞাগ্নি

জ্বালার আগে প্রেতাত্মারা ঘিরছে দশক, শতক

মড়ক লেগেছে।

He is feeling to puke

on the 'morbid myself!'

& yet

So

alive.

আমার ১০/১২ ঘরটাতে যখন সন্ধ্যা নামে তখন জানালার উল্টোদিকের দেওয়ালটাতে একটা অদ্ভুত ফটোজেনিক ফ্রেম তৈরি হয়। একটা আয়তকার পরিসর, তাতে ছায়ার পলকাটা। **আমার ঘরের জানালা দিয়ে চাঁদ দেখা যায় না,** তবে পুর্ণিমা হলে বুঝতে পারি। রাত বাড়লে সব বাধঁন আলগা করে একটা সিগারেট ধরাই। ডিপ ইন করি। আস্তে আস্তে আমার চোখ দুটো জ্বালা করে। আর ঠিক এই সময়ে **আমার ভীষণ জ্বর আসে।** সমস্ত পেশীগুলো শিথিল হয়ে যায়, হাত-পা অবশ, অনড়...পাথর। মাথাটা তোলার একটা প্রবল চেষ্টা করি, কিন্তু ব্যর্থ হই। অন্ধকার গাঢ় হয় আর তার সাথে পলকাটা আলো-ছায়াগুলো। সিগারেট পুড়ে শেষ হয়ে জ্বলন্ত ফিল্টারটা ঠোঁটে লেগে থাকে। I feel numb. I can not even taste my own lips. নিস্পলক দুটো মৃত চোখের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকি ফ্রেমটার দিকে। পারদ চড়তে থাকে। আর তখনই অনুভব করি একটা fragrance. অনেকটা **শিশিরের** মতন, অনুভব করি কিন্তু **ঘ্রাণ নিতে পারি না।** তোমার উপস্থিতি টের পাই। ফটো ফ্রেমটার বিপরীতে একটা oblique angle-এ এসে তুমি দাঁড়াও। **তারপরের কথা আর আমার মনে থাকে না।** শুধু এটুকু আবছা মনে পড়ে যে, আমার নগ্ন শরীরকে কেন্দ্রে রেখে তুমি উচ্ছল গতিতে আমার চারপাশে এক-একটা বৃত্ত তৈরি কর। আর তাদের পেরিফেরি বরাবর তোমার আকাশী নীল লং স্কার্ট কয়েক আলোকবর্ষ দীর্ঘ কক্ষপথ রচনা করে এবং **তুমি সেই কক্ষপথ বরাবর উল্কার গতিতে ছুটতে থাকো।** আর আমি সিলিংফ্যানটার দিকে তাকিয়ে এক অজানা পরিণতির আশঙ্কা করি। It's like a never ending carnival. অসমাপ্ত কবিতার শবকে মাঝে রেখে এক অশরীরী কবির অপার্থিব উল্লাস যেন! শুধু ফ্রেমটা জ্বলতে থাকে, একটা মিহি গন্ধ সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে।

এই সময় আমার ভীষণ ঘুম পায়...insanity haven't made me insomniac yet. বহুদূর থেকে কোন দূরপাল্লার ট্রেনের আওয়াজ ভেসে আসে, যা **আমি ভোরের আজান** ভেবে ভুল করি। হয়ত ভোর হবার কিছু আগেই ফ্রেমটা নিভে যায়। তাই এ ইস্তক্ আমার আজান শোনা হয়ে ওঠে নি, আর এ অবধি এটাও বুঝতে পারিনি যে-

জ্বর এলে তুমি আসো...না, তুমি এলে জ্বর ???

রঙ্গমঞ্চ

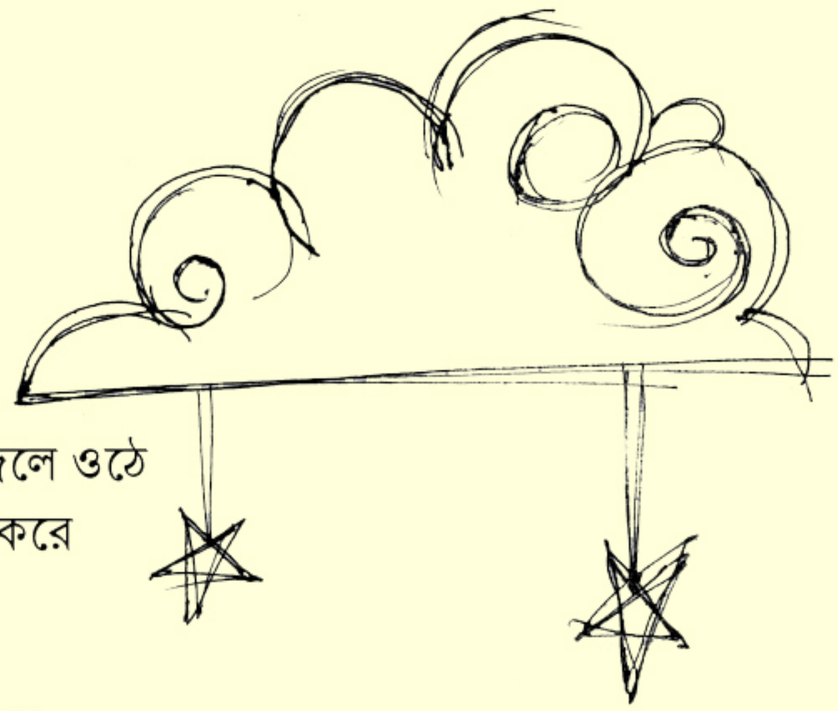

নেপথ্যে মেঘ জমে ছিল বহুকাল ধরে,
স্টেজে উঠে দেখি দর্শক আসনে তুষার যুগ শুরু হয়েছে
ভেবেছিলাম **কাগজ কেটে একটা চাঁদ ঝুলিয়ে দেব ছাদে**
ক্যালেন্ডার হারিয়ে ফেলায় করা হয়ে ওঠেনি।
নাটক শুরুর আগের মুহূর্তে যখন চর্তুদিকের আলোগুলো আমায় কেন্দ্র করে জ্বলে ওঠে
লাল চেয়ারগুলোয় বসে থাকা মুখগুলো যখন নাটক শুরুর উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করে
আমার চোখ ধাঁধিয়ে যায়, গুলিয়ে যায় ডান বাঁ,
ধীরে ধীরে **মৃতের বয়স বাড়ে ২ মাস, ৩ মাস, ৪ মাস...**
বিভিন্ন চরিত্রায়নের চরিত্র আমি কখনো মালিক, কখনো চোর, কখনো বা যৌনকর্মী
মুখে দিয়েছি **মুখোশ... হাসি, কান্না, নিস্পৃহতার।**
আমার background change করে দেওয়া হয়েছে কাজের নির্বিশেষে
কখনো জোরালো বা কম আলো দিয়ে
ক্লান্ত রিকশাওলার শেষ যাত্রী হয়ে যখন মধ্য রাতে বাড়ি ফিরেছি,
তখন আমার বয়স ১৭।
টিকিট কাউন্টারের দিকে বাড়ানো হাত গুলো যখন হাত তালি দিত
আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত
ছাদের রেলিঙে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ লোডশেডিং এর পর **হঠাৎ করে আলো আসার দৃশ্যটা**

নিহত সরলরেখার আক্ষরিক অর্থ ব্যতিক্রম...

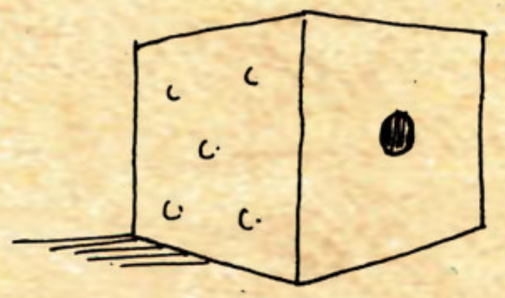

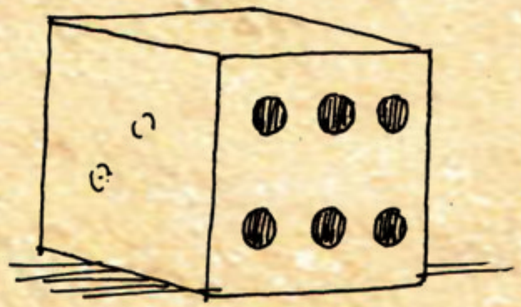

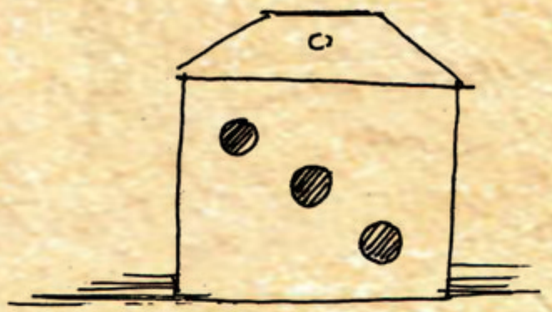

Steel strings… বিছানায় পড়ে থাকা এলোমেলো রোদের আদর... Dressing table এর সামনের গল্পগুচ্ছটা...brown converse...50mm prime lens... ব্যাগের কোণের খাপটায় ছোট্ট কাঁচিটা... Bluetooth messenger...ফেব্রিকের ফুলকাটা সাদা পাঞ্জাবি...theatre-এর লাল cushioned seat ...নীল ওড়না…'উফ্! মেট্রোর ticket puncher-টা আবার কাজ করছে না!' আরও দুটো টিকিট...Acoustic version-টা awesome!! ভবানীপুরের কুয়াশায় আধবোজা ল্যাম্পপোস্ট ...Victoria, chlorophyll and floating angles…

'লিফলেট কুড়িয়ে নিলি ?!'

intoxication, Drums of heaven...euphoria...blade...

শূন্য দশকটা ফুরিয়ে আসছে...বেড়ালটা ডেকে উঠলো …

sms...

তুই?

The Boy Who Wore Checked Shirt

ছেলেটার চোখ দু'টো অদ্ভুত উজ্জল। **মেট্রোর কিউবিকলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো ও।** জলের পর্দা আঁকা চোখ জুড়ে কোনো পরবাসী রাজকন্যার স্বপ্ন নিয়ে। ভেতরে ভেতরে আরও গুটিয়ে যাওয়া শরীরটা, মনটা শিউরে উঠত। বুকের কাঁপুনি সামাল দিতে, চোখের পলক গলার ভেতরের কান্নার দলাগুলো ঠেলে দিত আরো, আরো গভীরে।

যাপনগুলো এলোমেলো বড়ো। কালো স্লিপারটায় ধূলো জমছে পরতে পরতে,
তবু হাঁটা তো থামেনি!
একটা টান কাজ করে অবিরাম।
ছুঁতে চাইছি।
দরজার এ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি বুকে সব উত্তাপ জমিয়ে।

তোমার হাত দু'টো বড়ো ঠান্ডা যে!

একের পর এক প্ল্যাটফর্ম সরে যায়... সার কথা এই যে-
অপেক্ষা অমূলক।

তবু সীমাহীন **বৃত্ত-চক্রের** এই সম্পর্কগুলো আসলে ছেড়ে যায় না কোনদিনই।

...এবং আবির

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য

‘ বলো আকাশী ?

তুমি পারবে না, উজ্জ্বলতা থেকে একটু পিছিয়ে এসে
আমার মতো করে বাঁচতে?

পারবে না আমার কোলে মাথা রেখে
নিষ্পলক নিশিযাপন করতে?

পারবে না স্নান সেরে বকুল ফুল ছড়ানো উঠোনে
খরগোশ ধরে দিতে বুড়ো হাড়ে?

বলো পারবে না?’

২.

আমি তো সেই **প্রাচীন পোষ্টারে** বাহু প্রশস্ত করে, হাঁটু গেড়ে
পাহাড়ের তলায় বসেছিলাম তোমার দিকে তাকিয়ে...

তুমি পড়লে **না**?!

আজ বলছ পড়বে...?

পোড়ো আমার গায়ে আজ আগাছাদের বাস,
কিন্তু **আকাশী**, তুমি ঝরে পড়ো আমার কোলে

ভয় পেয়ো না...

ওরা আমাকে আপন করে নিয়েছে,
তাই তোমাকেও **তোমার কোমলতায় নেবে চিনে...**

a place called 'here'

'সাদার্ন এ্যভিনিউ থেকে বাঁ দিকে বেঁকে রবীন্দ্র সরোবরের এই রাস্তাটা খুব প্রিয় ছিল এক সময়।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ফিরতে
গিয়ে দেখলাম দেওয়াল গুলোতে এখনও রং লেগে আছে।
প্রধানত লাল আর গোলাপি।

Neon-এর রোশনাই বিক্ষিপ্ত...

এগিয়ে গেলাম
এবং শুনলে হয়ত অবাক হবে
সেদিনও অক্ষরগুলো লেখা ছিল।

আসলে নামগুলো কখনই ঠিকানা হয়ে ওঠে না।

তবু ছুঁয়ে দেখলাম।

আঙুল-এর প্রান্ত দিয়ে, নখ দিয়ে...
যেভাবে ছুঁতাম তোমাকে...

২.

...বহুদিন পর।

আরো একবার।

হঠাৎ, ভিড়ের মাঝে একটা মুখ উঠে আসে।

সংশয়.....হৃদপিন্ড দামামা...

'কেমন আছো?'

string-গুলো জং ধরা।

একটা একটা করে শিরা সাজাচ্ছি fret board-এ। রাত শেষে আঙুল জুড়ে A-ব্লুজ্।'

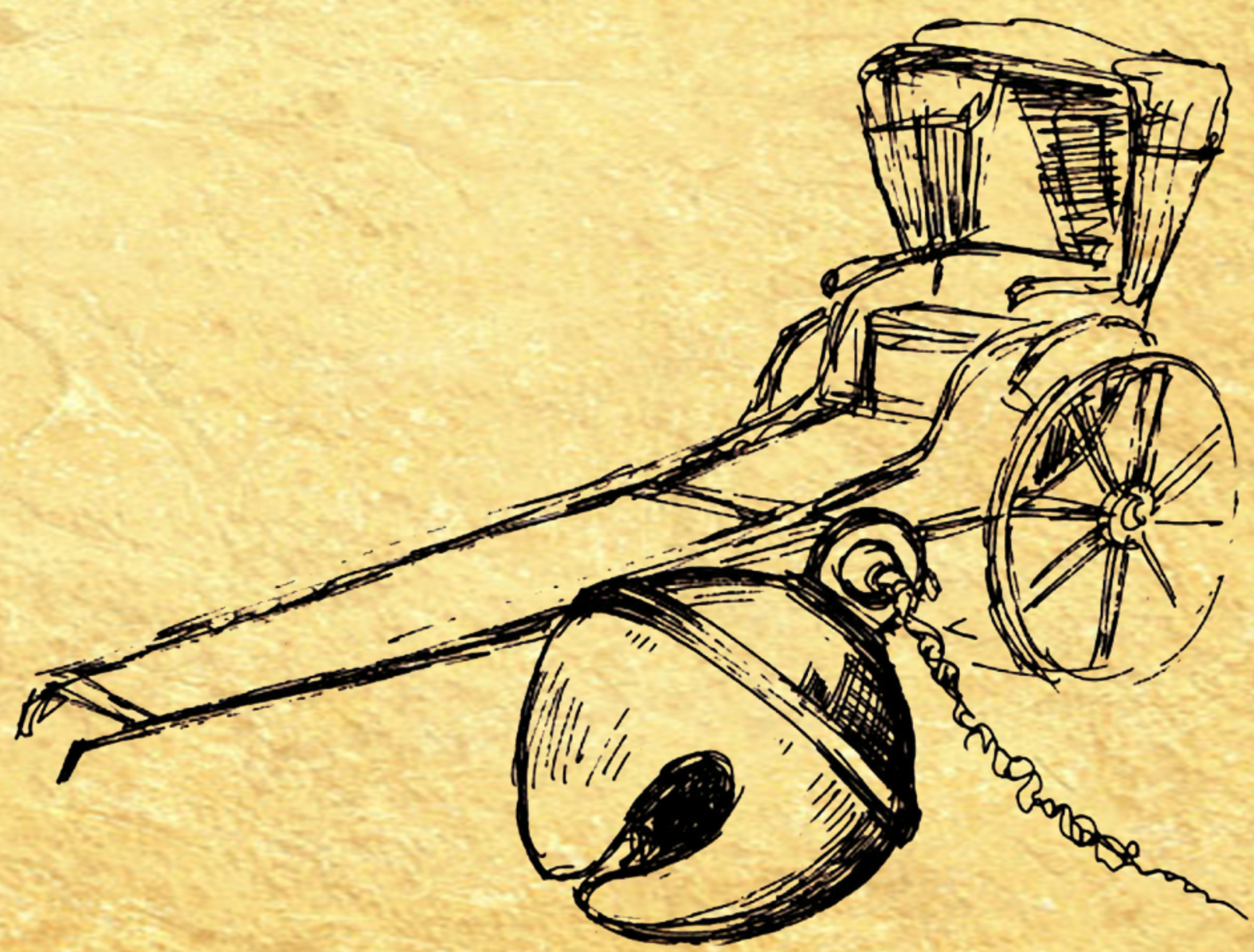

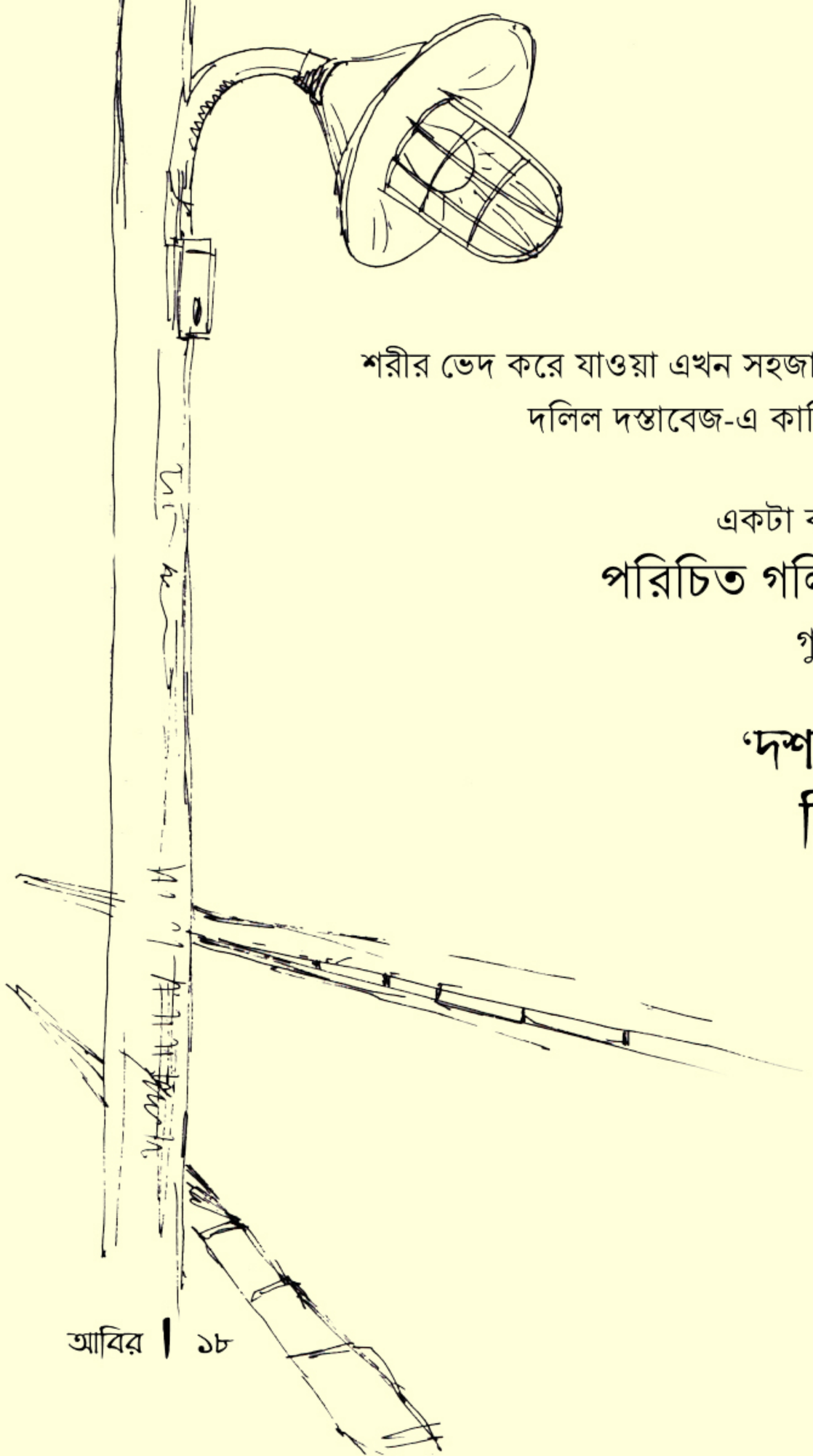

দাহ করা হয়েছে, সাতদিন হল।

বায়বীয় তারও কিছু আগে থেকেই।

শরীর ভেদ করে যাওয়া এখন সহজাত। বহু কাঙ্খিত **সহবাস সাবলীল... কিন্তু অনুভূতিহীন!**
দলিল দস্তাবেজ-এ কালির আঁচড় পড়ে গেছে। এবার শেষবারের মতন চলে যেতে হবে।
তবু কি যেন
একটা বাকি থেকে যায়... কি একটা, যা কিছুতেই নিয়ে যাওয়া যায় না।
পরিচিত গলিগুলো, মুহূর্তের আবেশ আর অবসরের ছোঁয়াচ্
গুলো কিভাবে সাথে নিয়ে যেতে হয় তা জানা ছিল না কোনদিন...

‘দশক শতক ধরে আমার লাঞ্ছিত শহরের মাঝে
কিছু উন্মাদ ভালোবাসা আজও বেঁচে আছে।’

বিকেলের পিয়ানো

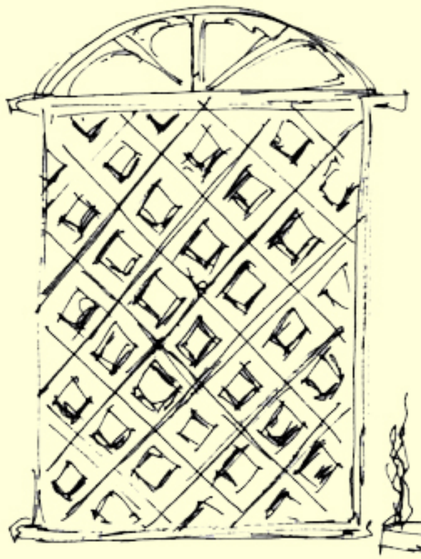

নীল নুপুরটা

ওই যে সিঁড়িটা আছে,এক পাক দু'পাক খেতে খেতে উঠে গেছে বহুদূর, সেদিন চড়ার ইচ্ছা হল খুব। ভাবার আগেই যে পা বাড়িয়েছি কবে, বুঝতেই পারিনি। মেঘ সরছে আকাশ জুড়ে, আর রোদগুলো কেমন অবাধ্য হয়ে **জাফরি কাটা নকশার ফাঁক** গলে চুপিসারে ঢুকে পরছে। এক টানা কি যেন গোঙাচ্ছে!

ফরসা পায়ে কলঙ্ক আঁকে,সাক্ষী হয় একটা একটা **শিঞ্জিনী**। খোলা চুল আর একটা গালে হাল্কা হাসি। কি যেন শুনে আচমকা তাকাই। পড়তে গিয়েও অনুভব করি পিন ফোটানো যন্ত্রণা। আমার নরম হাতটা শক্ত মুঠোয় খুব চেপে ধরা। বাঁকগুলো ঘনতর হচ্ছে। ভয় জমছে, ভয়। অচেনা পথে যদি হারাই আর যদি ফেরা না যায়। উত্তরণের পথে এত কাছাকাছি এলাম হঠাৎ; এবার তোকে স্পষ্ট দেখি। **আমার আগে পথিক তুমি**। চোখ রাখি চোখে আর হঠাৎই খুলে যায় গুপ্তধনের দরজা...এক খনি oxygen! এভাবেই চলব নাকি? আচমকা **মধ্যবর্তিনী** হয়ে পড়ি আর আলোর বিপরীতে তোর যাত্রা শুরু হয়। দ্রুত সরার চেষ্টা করি পা ডুবে যায়...পারি না...আর তুই ক্রমশ অন্ধকার হতে থাকিস, আঁধার হয়ে যাস।

বন্ধ দম মুঠো করে এগোচ্ছি এখন...

অন্বেষণে... **যোহানের সিঁড়ি বেয়ে...**

মহানগর

বিগত শতকেও আকাশের রঙ নীল ছিল
ছিল উড়ে যাবার অছিলাও
কল্পনাগুলো তখন স্বপ্ন হতে চাইতো না।
সূর্যাস্ত,লাল মেঘ,ওড়া পাখি,ফিরতি মানুষের ঢল,শহরে রাত নামছে।
হঠাৎ ট্রাম লাইনে বৃষ্টি শুরু হয়
টিকিট গুলো হাওয়ায় উড়ে যায়।
এভাবে অনেক বছর পেরিয়ে যায়...
আর আমিও যথারীতি ভেপারের আলোয়
সিগারেটের ওড়া ছাই কে প্রজাপতি ভেবে ভুল করি।
কলকাতা বলতে আমরা যা
বুঝি তা নেহাতই এক রাস্তার গল্প।
যে গলিগুলো আজও সভ্য জগতের আলো পায়নি
সেখান থেকে উঠে আসা কিছু জমাট অন্ধকারে সুত্রপাত হয় মধ্যরাতের,
ঝড় উঠছে *after the rain...*

২.

বিজাতিও সংশ্লেষে মুক্তিপণের দাবি
বিনিয়োগ নিরক্ষর অদৃষ্টের চাবি
শিলা ফাটে ছারখার, উৎপাত প্রহসন
সমাবেশ, দিন শেষ, ময়দান, জঞ্জাল
ফুটপাত পোড়া ভাত শিশুদের কঙ্কাল

আরো খাবো **আরো খাবো, আরো খিদে** আরো চাই
কি করে জোটাবো বাছা, উনুনে আগুন নাই।
শেষমেষ রাত নামে, চাঁদ হয় ভগ্ন
পরে থাকে ছেঁড়া কাঁথা আর দুঃস্বপ্ন।

৩.

কাল শহরে আরও একটা দিন আসবে;
কর্মব্যস্ত মানুষ **আরও ব্যস্ত** হবে।
এভাবেই একদিন থমকে যাবে রিকশা-চালকের পা,
ছিঁড়ে যাবে ট্রামের তার, নিভে যাবে নিয়নের আলো...

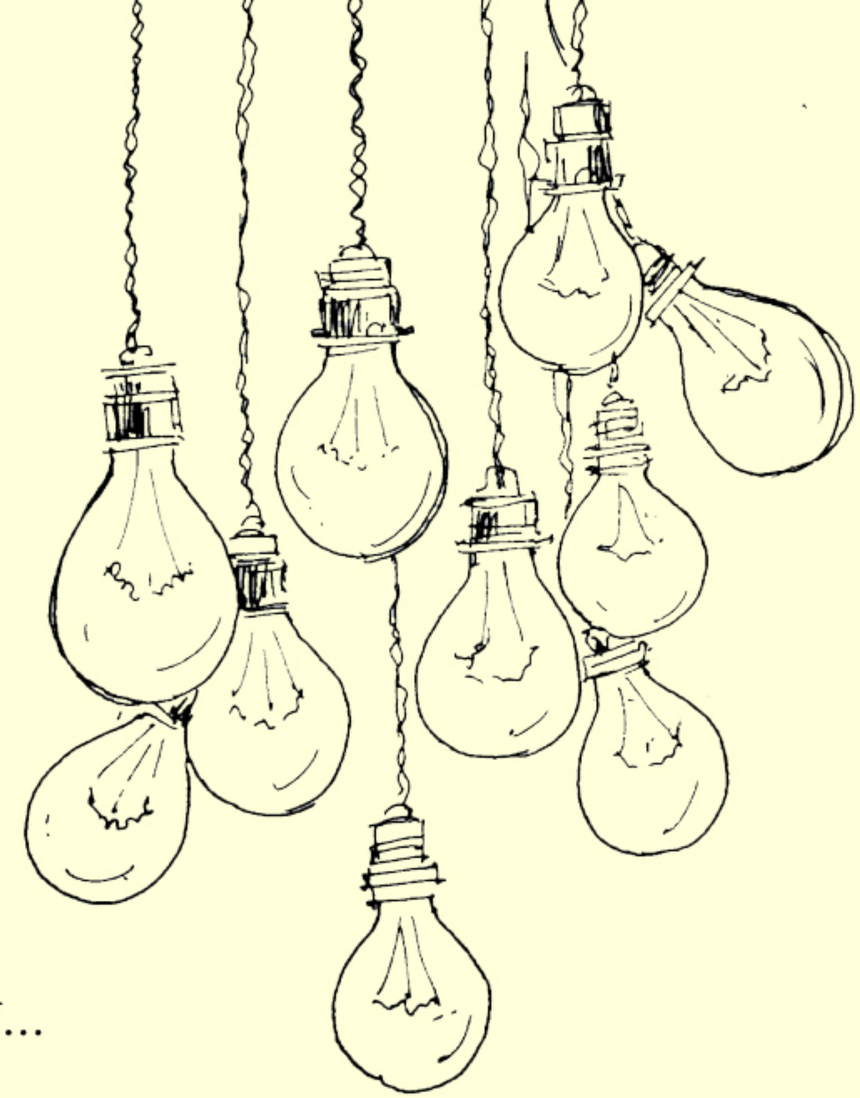

যখন এ শহর আর কিছুর জন্যই আশান্বিত হবে না
তখন হয়ত কোন নাম না জানা গলি থেকে
ভেসে আসবে **ঝিনুক বাটির শব্দ,**
পূর্ণিমার আলোয় ধুয়ে যাবে রাস্তা

আর আমরাও সব কিছু ভুলে আবার **হ্যলুসিনেসনে মগ্ন** হব।

Black & White Butterflies

Maverick!

He left a little whisky in that green bottle and let it roll on the red floor. Drops of spilled euphoria were glittering as the street lights invaded them through the crystals of the window-pane. He had this strange love-hate relationship with his ashtray…filled up with leftover buds & unfinished cigarettes. He brought out the Joker from the pack of spades as Kings kept burning in the ashes. A long gaze…& suddenly he realized that he had still to celebrate.

It was Christmas!

"Happy birthday Carol".

It was early winter but Antaenio felt as if needles were piercing into his veins! It seemed to be the coolest night in the history of this Carnival-City. Numb limbs, trembling fingers…a desire called 'frozen'.

The glass mansion was around the corner. He stopped by it to look for some ribbons. A festive sale was going on inside those transparent doors. He brought his broken wooden pencil from pocket and lit a fire to it….. in the coloured rings of smoke, to his utter surprise, he discovered that his flute cannot play the carols anymore.

Everything had been put on sale, Antaenio remained souled-out.

Fireworks!!!

Everywhere, all over the place...created a virtual day in one of the darkest of all the nights. A pain, which Antaenio had never felt before was clotting up just below his throat. He was unable to look at those flashes anymore. Intoxication was at its crest and he knew that the avenue was to be crossed before the next explosion.

S I X Y A R D S

Just six yards

of journey he had to make. The city had been overcrowded off-late and he was desperate to make a place for Jesus...for he had preserved a bottle of Champagne in his morgue for many years, chilled & blue. When Jesus is going to love to Carolina, he will silently pour it down on their morale stature.

Antaenio will raise a toast!

He saw the traffic kiosk in between the two valleys. It had been ages in the slopes. So he crept in the three longest yards of his life, laid- back on the watch-tower & waited as grey butterflies and fast wheels went on downhill through his conscious. It seemed to be an eternity as he kept waiting but, Jesus did not come.

There must be a church somewhere near the valley. Carols were floating in all spheres in collage with cathedral bells. Antaenio dragged himself down the streets in search of that elusive church, in search of his *Zahir*... Jesus.

The destination was written, but not the journey. Antaenio saw the angles on the gateway as he entered in the garden. He would have expected carnage on any other night but, giant was put asleep on that eve. He felt Jesus must be in that castle. ***He*** has to be...as he had promised Carolina, Jesus, on her birthday!

He waited...

Waited...

& waited...

as Jesus traveled from inception through the pages of history books to that very night but, Antaenio somehow had the feeling that Jesus was still three more yards away.

So, he put the bottle of Champagne on the hassock.

That night when Antaenio left the castle, the giant was still asleep. He heard the murmuring sound of snowflakes and in the flashlights of fireworks the engravings shone- **"TRESPASSERS WILL BE PROSECUTED."**

The night was falling too fast, like an agile predator coming for its prey. Curtains were coming down on all the cake shops. Thinking about the mansions he realized that the clock has struck dead for the mansions to be closed. The festive streets, glimmering neon, chorusing crowds…the noise was deafening.

Antaenio hated the celebration!

He knew he won't get Jesus. He paused for a little and then took the by lane to serenity.

It was a different place altogether, like the soul residing within the perishable human structure. So much there, yet invisible to the naked eye. A country, not segregated by the geographical barriers but, yet so distinct! It was a city within the heart of this 'City of Joy', roads of which were filled with traders, trash, intoxication, innocence and the air were oversaturated with the smell of sigh, lustrous, nails…enamel coated lips.

Escape.

He sensed that in this part of the multiverse, emotions were still awake and on display too. He desired to take a close look of the souls lying in queue. So, Antaenio leaped the narrow drain flowing beneath him and went on to retrospect with his forks

The lights were dim as there were no celebrations. Jesus had failed them as *he* had failed Antaenio, yet again. So it all came down to that one moment between Antaenio & queued up Carolinas. A chaos was going on somewhere but, Antaenio was keen to peel off the masks.

& it happened then…when the giant finished his epitaph, Antaenio saw ***Aziza***. In all of them…dressed in *love, lust, Care, Curse, hatred, pain…..*

Antaenio outstretched his hands, keeping the flute in it. She came agonizingly close, dressed in sleep. Fingers lingered…

As all the God forbidden creatures looked on, Antaenio & ***Aziza*** went on the streets, crossing the stone castle…home.

The flute lied down somewhere in the Giants grave.

The first sunshine touched down on the **CARNIVAL CITY.**